

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিজিক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহনূর আফরোজ চৌধুরী

রোলঃ 23090120328

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিজিক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহনূর আফরোজ চৌধুরী

রোলঃ 23090120328

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ রিজিক ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহনূর আফরোজ চৌধুরী, আইডিঃ 23090120328 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

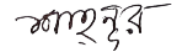
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রিজিক ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

শাহনূর আফরোজ চৌধুরী

আইডি: 23090120328

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১। ভূমিকা	০৫
২। কেন রিজিক নিয়ে লেখা প্রয়োজন?	০৬
৩। রিজিকের স্তর বা ধরন	০৮
৪। রিজিক পূর্বনির্ধারিত-১	০৯
৫। তিনিই আমাদের রিয়কদাতা	০৯
৬। আর রাযিক এবং আর রাযযাক কী?	১০
৭। আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিয়ক	১১
৮। রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে	১২
৯। রিজিক পূর্বনির্ধারিত, পরিবর্তন তার বিধানে নেই	১৪
১০। আর রাজ্জাক, যিনি রিজিক দানে ন্যায়পরায়ণ ও দূরদর্শী	১৫
১১। আল্লাহর বিধান মেনে হৃদয়ে প্রশান্তি আনুন	১৮
১২। প্রকৃত তাওয়াক্কুল	১৯
১৩। প্রচেষ্টা করবে নিজের সাথে, আর ভরসা রাখবে শুধু আল্লাহর উপর	২১
১৪। রিজিক শুধু ভোগের বস্তু নয়।	২৩
১৫। যারা তার উপাসনা করে, তারা রিজিকের কোন অংশেরও মালিক নই	২৪
১৬। রিজিকের দরজা বন্ধ হলেও আর রাজ্জাক পথ খুলে দেন	২৫
১৭। ধন সম্পদের তারতাম্য আল্লাহ কেন রেখেছেন	২৭
১৮। ইলমের পথে বিনিয়োগ করা	২৯
১৯। নবী ও নেককারদের রিজিক থেকে শিক্ষা	৩২
২০। হালাল রিজিকের মর্যাদা ও ইসলামিক শিক্ষা	৩৪
২১। রিজিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে রাসূল সঃ যা বলেছেন	৩৬
২২। সত্যিকার মুমিন আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকে তুষ্ট থাকে	৩৮
২৩। উপসংহার	৪১

ভূমিকা

“রিজিক” শব্দটি আরবি ভাষার رزق থেকে এসেছে, যার অর্থ জীবিকার উপকরণ বা দান। ইসলামে রিজিক কেবল অর্থ সম্পদ নয় বরং খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবার, শান্তি, জ্ঞান এবং হিদায়াত সবকিছুকেই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রিজিক শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান অটেল ধন-সম্পদ দান করেন। আর যাকে চান অল্প দেন। রিজিকের অনেক অনেক স্তর আছে। আমরা যা কিছু খরচ করি, তার কোনটা রিজিকের কোন স্তরের তা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা দুনিয়াতে হালাল না হারাম উপায়ে খাচ্ছি, সেটা নির্ভর করছে আমি আল্লাহ তাআলার উপর কতটুকু তাওয়াক্কুল বা ভরসা করছি। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“দুনিয়ায় বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই। তাদের স্থায়ী এবং অস্থায়ী অবস্থানস্থল সম্পর্কে তিনি অবহিত। সব কিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে”।¹

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ٣

“আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন। আর তাকে (এমন উৎস থেকে) রিজিক দেবেন, যা সে ধারণাও করতে পারবে না”।²

¹ আল কুরআন- সূরা ছুদ ১১:৬

² আল কুরআন- সূরা তালাক ৬৫:২-৩

কেন রিজিক নিয়ে লেখা প্রয়োজন?

১. ধর্মীয় গুরুত্ব: রিজিক ইসলামের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কুরআন ও হাদিসে বারবার উল্লেখ হয়েছে।
 ২. ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ: সাধারণভাবে অনেক মানুষ রিজিককে শুধু অর্থ বা সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবে। অথচ ইসলামে রিজিকের ধারণা বহুমাত্রিক। থিসিসের মাধ্যমে এ ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করা যাবে।
 ৩. সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা: আধুনিক সমাজে বৈষম্য, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যা রিজিকের ন্যায্য বণ্টনের অভাব থেকে উদ্ভূত। গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে প্রয়োগযোগ্য করা সম্ভব।
 ৪. আধ্যাত্মিক উপকারিতা: মানুষ যদি বোঝে যে স্বাস্থ্য, শান্তি, পরিবার, জ্ঞান এসবও আল্লাহর রিজিক, তবে কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।
 ৫. একাডেমিক অবদান: রিজিক নিয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এই থিসিস ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান অবদান রাখবে।
- রিজিকের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে টাকা, পয়সা, অর্থ এবং সম্পদ। রিজিকের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা। রিজিকের সর্বোত্তম স্তর হচ্ছে, পুণ্যবান স্ত্রী এবং পরিশুদ্ধ নেক সন্তান। রিজিক এর পরিপূর্ণ স্তর হচ্ছে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

রিজিক খুব গভীর একটি বিষয়, যদি আমরা তা বুঝতে পারি। আমি পুরো জীবনে কত টাকা আয় করবো সেটা লিখিত, কে আমার জীবনসঙ্গী হবে সেটা লিখিত, কবে কোথায় মারা যাবো সেটাও লিখিত। কতটা খাবার ও পানীয় গ্রহণ করবো তাও লিখিত বা নির্দিষ্ট।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমি কতগুলো দানা বা ভাত দুনিয়াতে খেয়ে তারপর মারা যাবো সেটা লিখিত। একটি দানাও কম না এবং একটিও বেশি না।

ধরুন এটা লিখিত যে আমি সারাজীবনে এক কোটি টাকা আয় করবো, এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। কিন্তু, আমি হালাল উপায়ে আয় করবো না

হারাম উপায়ে আয় করবো সেই সিদ্ধান্ত একান্তই আমার। যদি ধৈর্য ধারণ করি, আল্লাহ তাআলার কাছে চাই, তাহলে হালাল উপায়ে ওই এক কোটি টাকা আয় করেই আমি মারা যাবো। আর হারাম উপায়ে হলেও ওই এক কোটিই আমার হবে। এরচেয়ে বেশিও হবে না কমও হবে না।

সুখ ও বরকতময় জীবন লাভের পাথেয় ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন নবীজি। তিনি নিজে আমল করেছেন। উম্মতকেও আমল করতে বলেছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত ফজরের নামাজের পরপরই আল্লাহর কাছে হালাল রিজিক কামনা করতেন।

এমন জ্ঞান কামনা করতেন, যাতে মানুষের উপকার হয়। আর নিজের আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্যও প্রার্থনা করতেন। এটি মূলত উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো একটি দোয়া ও নসিহত। হাদিসে এসেছে-

হজরত উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজ পড়ে সালাম ফিরিয়ে বলতেন”-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক ইলমান নাফিআ ওয়া রিয়কান তায়্যিবা ওয়া আমালান মুতাক্ব্বালা।³

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করছি, উত্তম-পবিত্র রিজিক কামনা করছি এবং কবুল হওয়ার মতো কর্ম তৎপরতা কামনা করছি।

কোরআনে আল্লাহ তার নবী নুহের আ. ঘটনায় উল্লেখ করেছেন, নুহ আ. তার জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করো।

³ সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস নং, ৯২৫

ইস্তিগফারের বরকতে আল্লাহ বৃষ্টি দান করবেন। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে বরকত দান করবেন। আল্লাহ বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ
بَنِينَ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।”⁴

রিজিকের স্তর বা ধরন

১. রিজিকুল আযম (অবশ্যক রিজিক): আল্লাহ প্রতিটা মানুষের জন্যই তার জন্মের আগে থেকে রিজিক নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহর নির্ধারণ করা রিজিক থেকে কেউই বঞ্চিত হয় না।

২. রিজিকুত তাযকিয়া (ইবাদতের রিজিক): আল্লাহ বান্দাকে তাঁর ইবাদতের তাওফীক দেন। যেমন, নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, সৎকর্মে মনোযোগী হওয়া। এটাও এক ধরনের রিজিক।

৩. রিজিকুত তাআ (হালাল-হারামের রিজিক): কেউ হালাল পথে উপার্জন করে, কেউ হারামের পথে। এটা নির্ভর করে মানুষের নিয়ত, চেষ্টা ও তাকওয়ার উপর।

৪. রিজিকুল কলব (আত্মিক বা মানসিক রিজিক): মনের শান্তি, তৃপ্তি, ভালোবাসা, পরিবারে সুখ-সম্প্রীতি এগুলোও আল্লাহর দেওয়া রিজিক। শুধু টাকা-পয়সা নয়, অন্তরের প্রশান্তিও রিজিক।

⁴ আল কুরআন - সূরা নূহ ৭১:১০-১২

৫. রিজিকুত তামহিস (পরীক্ষার রিজিক): কখনো আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কখনো দারিদ্র্য দিয়ে। কারো রিজিক বাড়িয়ে দেন, কারোটা সংকীর্ণ করেন। এটা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য।

৬. রিজিকুত তাফদীল (অতিরিক্ত রিজিক/মর্যাদার রিজিক): আল্লাহ কাউকে বেশি দেন, কাউকে কম। এটা তাঁর হিকমত অনুযায়ী হয়। যেমন, কেউ অনেক সম্পদশালী, কেউ মধ্যম, কেউ দরিদ্র।

রিজিক পূর্বনির্ধারিত

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

“গর্ভে শিশুর রূহ প্রবেশ করলে ফেরেশতা লিখে দেন তার রিজিক, তার আয়ু, তার আমল এবং তার পরিণতি”।^৫

এ থেকে আন্তর্জাতিক লেখকগণ এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন রিজিক আসলে এমন এক আসমানি লিখিত প্রাপ্য, যা কাউকে এড়িয়ে যায় না। তবে আল্লাহর হিকমতের ভিত্তিতে কারো রিজিক বাড়িয়ে দেন, কারোটা সীমিত করে দেন।

তিনিই আমাদের রিয়কদাতা

কুরআন এবং সুন্নাহয় বারবার রিয়িকের কথা এসেছে। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য। প্রশান্তি দেয়ার জন্য। সাহস জোগানোর জন্য। তবে কুরআন হাদিসে বারবার রিয়িকের আলোচনা আসার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের তাওহীদকে পূর্ণতা দেয়া। আল্লাহ যেমন রুবুবিয়াতে সার্বভৌম রব হিসেবে এক ও অদ্বিতীয়, তেমনিভাবে রিয়িক দেয়ার ক্ষেত্রেও এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তায়ালা যেমন সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র রব, তেমনি তিনি একমাত্র রিয়িকদাতা। রিয়িক প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং বিশ্বের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

^৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং, ২৬৪৩

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

“তাদের জিজ্ঞেস কর, ‘আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ?’ তারা বলে উঠবে, “আল্লাহ”। তাহলে তাদেরকে বল, ‘তবুও তোমরা তাকুওয়াহ অবলম্বন করবে না’?”⁶

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

বল- আসমান ও যমীন হতে কে তোমাদেরকে রিজিক দান করেন? বল- আল্লাহ। হয় আমরা, না হয় তোমরা অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত অথবা স্পষ্ট গুমরাহিতে পতিত।⁷

আল্লাহ এখানে নবীদেরকে কুরাইশদের রিজিকের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বলেছেন, কে রিজিক দান করেন? রিজিকের মালিক কে? চরম উদ্ধত মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশরা শিকার করে নিয়েছিল, আল্লাহ তাদের রিজিক দেন।

আর রাজিক এবং আর রাজ্জাক কী?

আর রাজিক দ্বারা বুঝানো হয় সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিজিক নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সব সৃষ্টির জন্য তাঁর চিরন্তন ও পরিপূর্ণ জ্ঞানে রিজিক নির্ধারণ করেছেন। তিনি আমাদের রিজিক ঠিক করে দিয়েছেন আমাদের জন্মের আগেই। আসমান যমীন সৃষ্টি হবার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তিনি কলমকে নির্দেশ দিয়েছেন সবার

⁶ আল কুরআন - সূরা ইউনুস ১০:৩১

⁷ আল কুরআন - সূরা সাবা ৩৪:২৪

রিজিক লেখার। আর এর আগেও আপনার আমার রিজিক কি হবে তা আল্লাহর পরিপূর্ণ ও চিরন্তন ইলমে জ্ঞাত ছিল। এটাই হলো ‘আর রাজিক’ এর অর্থ। অর্থাৎ রিজিক নির্ধারন করা।

আর রাজ্জাক হলেন এমন একজন যিনি রিজিক বিতরণ করেন। যিনি অবিরত রিজিক বন্টন করেন সুবিন্যস্ত ও পরিপূর্ণভাবে। তিনি আমাদের মধ্যে রিজিক বন্টন করেন প্রতিনিয়ত। প্রতি ন্যানোসেকেন্ড বা তার চেয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধানেও আল্লাহ রিজিক বিতরণ করা বন্ধ করেন না। আর রাজ্জাক অর্থ, সৃষ্টির জন্য যা নির্ধারন করেছেন তা বন্টনে তিনি উদার। তিনি সবচেয়ে মহানুভব, সর্বাধিক দানশীল, নিরন্তর দাতা। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রিজিকের পর রিজিক, নিয়ামতের পর নিয়ামত দান করেন।

অর্থাৎ আর রাজিক মানে হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির রিজিক নির্ধারন করেন। এবং আর রাজ্জাক মানে হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্যে নির্ধারিত রিজিক বন্টন করেন।

আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিজিক

তাওহীদ বিশুদ্ধ হতে হলে, তাওহীদে বিশ্বাস পরিপূর্ণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই মনেপ্রানে বিশ্বাস করতে হবে, কেবন আল্লাহই হলেন আর রাজ্জাক রিজিকদাতা। এই বিশ্বজগতে আর কারো রিয়ক দেবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। এই কথাটা অন্তরে খোদাই করে নিতে হবে। হৃদয়ের গভীরে বসিয়ে নিতে হবে। আপনার আমার রিজিকের মালিক শুধুই আল্লাহ। এর বিপরীতে যা কিছু অন্তরে আছে সেগুলোকে বের করে ফেলে দিতে হবে খুঁড়ে খুঁড়ে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

“আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিজিক। তোমাদের জন্য সবকিছু প্রতিশ্রুত”।^৪

আমাদের এই আয়াতে বিশ্বাস রাখতে হবে। অনেকে হয়তো বলতে পারে, ‘ভাই, বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করো! আমার রিজিক কিভাবে আসমানে থাকবে? আমার

^৪ আল কুরআন- সূরা যারিয়াত, ৫১:২২

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তো এই রাস্তার মাথায়! আমার সব টাকা তো ব্যাংকে। আমার টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি সবকিছু তো আমার সাথেই আছে। তাহলে আমার রিজিক কিভাবে আসমানে হয়?’

এগুলো রিজিক অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন যেন আপনি নির্ধারিত রিজিক অর্জন করতে পারেন। সপ্ত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ আপনার বসকে চালিত করছেন বলেই তো মাসে মাসে বস আপনাকে একগাদা টাকা দিচ্ছে। রিজিক আসছে আল্লাহর तरফ থেকে। আপনার বস একটা মাধ্যম মাত্র। ক্রেতারা যখন হাটতে হাটতে আপনার দোকানে ঢুকে পড়ে, তখন তারা আসমানের ইশারাতেই আপনার রিজিক নিয়ে আসে। আপনার রিজিক নিয়ন্ত্রন করেন আল্লাহ। আপনার বস কিংবা দোকানের ক্রেতা না। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের বলেছেন, আপনার রিজিক তিনি দেন। এটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রনে। আমাদের রিজিক আকাশে। এই পৃথিবীতে না।

রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۶﴾

“যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই, তিনি জানেন তাদের থাকার জায়গা কোথায় আর কোথায় তাদেরকে (মৃত্যুর পর) রাখা হয়, সব কিছুই আছে সুস্পষ্ট লিপিকায়”।^৯

মানুষ অনু মানুষকে রিজিক দেয়না, দিতে পারেনা। মানুষ মাধ্যম কেবল। দুঃখ কষ্টের সময়, বিশেষ করে অর্থ কষ্টে পড়লে অনেকে ভাবে, আল্লাহ বোধহয় তাকে ভুলে গিয়েছেন। মুখে হয়তো বলে না। কিন্তু মনের ভিতর এই চিন্তা কাজ করে। এই চিন্তার উত্তর আছে সূরা হুদের এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশে।

‘তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষনস্থল জানেন’

আল্লাহ আমাদের আবাসস্থল সম্পর্কে জানেন, আমাদের সমাধীস্থল সম্পর্কেও জানেন। জন্মের আগে আমরা কোথায় ছিলাম, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোথায় থাকবো

^৯ আল কুরআন সূরা হুদ ১১:৬

তা আল্লাহ জানেন। আল্লাহ এখানে আবারও তাঁর বান্দাদের আশ্বস্ত করছেন। আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। দুশ্চিন্তা বাদ দেয়া উচিত। আমরা যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখনো আল্লাহ আমাদের অবস্থান জানতেন। যখন অন্ধকার কবরে যাবো, তখনো জানবেন। কেবন তিনিই, সবসময়, সর্বাবস্থায় আমাদের রিজিক দিয়ে গেছেন। তিনি আমাদেরকে ভুলে যাননি। তিনি কখনো ভুলে যান না। আল্লাহ পশুপাখির জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করেন। সেই আল্লাহ কেন তাঁর সম্মানিত সৃষ্টি মানুষের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন না? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“আমি আদাম সন্তানকে সম্মানিত করেছি”¹⁰

যারা আল্লাহর নামে জঘন্য অপবাদ দেয়, যারা দাবি করে আল্লাহ সন্তান গ্রহন করেছেন, সেই জঘন্য অপরাধীদের জন্যও আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করেন। ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলেন আল্লাহ যেন মক্কা নগরীকে নিরাপদ করে দেন এবং আল্লাহ তার দুয়া কবুল করেছিলেন। এদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল শুধু তাদের জন্য আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন।

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
“হে আমার রব! এ স্থানকে নিরাপদ নগরী কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলমূল থেকে রিজিক দাও”¹¹
আল্লাহ তায়ালা যেন ইব্রাহীম আঃ এর দুয়া সংশোধন করে জানিয়ে দিলেন, তিনি দুনিয়ার সকল প্রানী, কাফির, মুশরীক, মুমিন সবার রিজিকের ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“আর যে কুফরি করবে, তাকেও আমি অল্প কিছু দিনের জন্য ভোগ করার সুযোগ দেব, অতঃপর তাকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির দিকে ঠেলে দেব। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!”

¹⁰ আল কুরআন - সূরা আল ইসরা ১৭:৭০

¹¹ আল কুরআন - সূরা বাকারাহ ২:১২৬

প্রতিটা বাক্য আমাদের নিজের অন্তরে গেঁথে নিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চাইবো।
কোন মানুষ বা সৃষ্টির কাছে চাইবো না।

রিজিক পূর্বনির্ধারিত, পরিবর্তন তার বিধানে নেই

আমরা আগে থেকেই জানি যে রিজিক পরিবর্তনীয় নয়, মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের রিজিক লিখে দিয়েছেন। দুনিয়াতে আপনি যত পরিশ্রম আর যত কষ্টই করেন না কেন আপনার রিজিক যতটুকু আল্লাহ নির্ধারন করেছেন ততটুকুই আপনার পাওনা। এক সরিষা পরিমাণ বাড়বেও না কমবেও না।

রাসূলুল্লাহ সঃ এর এক হাদিসে এসেছে,

“আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ সৃষ্টসমূহের তাকদীর লিখে রেখেছেন”।¹²

আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার জন্য যে রিজিক বরাদ্দ করে রেখেছেন সেটা আমরা যেভাবেই হোক পাবো। আস্তে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবেনা। কারন আমার রিজিক আমারই থাকবে। কেউ আমার বরাদ্দ করা রিজিক থেকে এক বিন্দুও নিতে পারবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য জমিনকে আরামদায়ক করেছেন, যাতে তোমরা সেখানে চলাচল করতে পারো, এবং তাঁর রিজিক থেকে খাও। এবং তাঁর কাছেই তোমাদের পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে যেতে হবে”।¹³

দুনিয়ার পিছনে না ছুটে আমাদের উচিৎ আখিরাতের পিছনে ছোটা। কেননা দুনিয়ার রিজিক সম্মন্ধে আল্লাহ গ্যারান্টি দিয়েছেন কিন্তু আখিরাতে যে আমরা মুক্তি পাব তার কোন গ্যারান্টি নেই। সুতরাং আমাদের উচিৎ দুনিয়ার পিছনে না লেগে থেকে আখিরাত নিয়ে চিন্তা করে। দুনিয়ার রিজিক নিয়ে চিন্তা করার কোন

¹² সহীহ মুসলিম, হাদীস নং, ২৬৫৩

¹³ আল কুরআন - সূরা মুলক ৬৭; ১৫

প্রয়োজন নেই। এই রিজিক আপনাআপনিই চলে আসবে সে আপনি কষ্ট করুন বা না করুন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রিজিকের সন্ধানের জন্য চেষ্টা এবং পরিশ্রম করতে বলেছেন। চেষ্টা দিয়ে আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবো। দুনিয়াতে আমাদের চিন্তাভাবনা থাকবে কিভাবে আল্লাহকে আমরা সন্তুষ্ট রাখবো, কিভাবে জান্নাতে ঢুকবো। আখিরাতে কিভাবে সফলতা অর্জন করবো।

আল্লাহ বলেছেন

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

“তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও”।¹⁴

خِثْمُهُ مِسْكٌ ۖ وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

“তার মোহর হবে মিসক। আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা”।¹⁵

এই পুরস্কারের পিছনে আমাদের প্রতিযোগিতা করা প্রয়োজন।

আর রাজ্জাক, যিনি রিজিক দানে ন্যায়পরায়ণ ও দূরদর্শী

আল্লাহ তায়ালা বান্দার রিজিক দানের ব্যাপারে অত্যন্ত দূরদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ। আর রাজ্জাক হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এমন একটি গুণবাচক নাম যার উপর ঈমান আনা আবশ্যিক ও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ দিনে রাতে মুখে বলে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী কিন্তু এই কথা তাদের অন্তরে নাড়া দেয়না। দিনের বেলায় তারা আল্লাহকে মানে কিন্তু রাতে তারা আল্লাহর দেয়া রিজিক নিয়ে অভিযোগ করে। তারা মুখে বলে আল্লাহ বিচক্ষণ কিন্তু অভাবের তাড়নায় তারা আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ তুলে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ

“আর আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিষক প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা যমীনে অবশ্যই বিদ্রোহ করত। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে যা ইচ্ছা নাযিল করেন”।¹⁶

¹⁴ আল কুরআন - সূরা জুমুয়াহ ৬২;৯

¹⁵ আল কুরআন - সূরা মুতাফফিফিন ৮৩;২৬

¹⁶ আল কুরআন - সূরা আশ শুয়ারা ৪২;২৭

আল্লাহ আর রাজ্জাক, তিনি সুক্ষ বিচারক। যতটুকু আপনার প্রয়োজন ততটুকুই আল্লাহ আপনাকে আমাকে দেন। পরিমানের চাইতে যদি আল্লাহ আমাদের বেশি দিয়ে দেন, তাহলে আমরা সেটার অপব্যবহার করবো। সেটা আমাদের জন্য কল্যানকর হবেনা। তাই আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের প্রয়োজনমত রিজিক বন্টন করেন। আর রাজ্জাক যিনি রিজিক দান করেন এই নামের উপর ঈমান আনার আরেকটি অর্থ হচ্ছে মনে প্রণে বিশ্বাস করা। আল্লাহ আপনাকে আমাকে যাই দিবেন তা আমাদের মাথা পেতে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। ঈমান এরকম হওয়া চাই। আল্লাহ আমাদের যে অবস্থায়ই রাখেন না কেন সেটি আমাদের মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। কারন একমাত্র আল্লাহই জানেন কোন অবস্থায় থাকলে আমাদের উন্নতি হবে এবং কোন অবস্থায় থাকলে আমাদের অবনতি হবে। কোন অবস্থা আমাদের জন্য কল্যানকর সেটি শুধুমাত্র আর রাজ্জাকই জানেন যিনি মহাবিশ্বের প্রতিটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর রিজিকদাতা। আমাদের আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে অভিযোগ করার কোন অধিকার নেই।

আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করেছেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম”।¹⁷

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে কতটুকু দিবেন তাঁর এই ফয়সালার ব্যাপারে আমাদের কারো নাক গলানোর কোন অধিকার নেই।

সমাজে সব প্রজাতির মানুষ একই নয়। কেউ ধনী কেউ গরীব কেউ মধ্যবিত্ত। কেউ চায় ধনী হতে যাতে মানুষের পাশে দাড়াতে পারে। সদকাহ করতে পারে। আবার কেউ ধনী হলে বিপথে চলে যায়। রিজিকের ব্যাপারে আমরা অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হই। হতাশা যদি দ্বীনের খেদমত না করার ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটি

¹⁷ আল কুরআন সূরা আয যুখরুফ, ৪৩;৩২

ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যদি তা অসম্ভবস্থিতিতে রূপ নেয় তবে তা খুবই ভয়াবহ। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুক্ষ বিচারক, ন্যায়পরায়ণ। কাকে কতটুকু দিতে হবে তাঁর থেকে এই ব্যাপারে কারো কোন জ্ঞান নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

مِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

“আর তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে যে, যদি আল্লাহ তার স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব এবং অবশ্যই আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব”।¹⁸

অনেক মানুষই হতাশাগ্রস্ত হয় আর আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করে কেন তাদের বেশি করে সম্পদ দেয়া হলো না তাহলে তারা বেশি বেশি দান সদকাহ করবে। কিন্তু তাদেরই অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়ার পরে কি হয় আল্লাহ তা জানিয়ে দিচ্ছেন,
فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ

“অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন, তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল”।¹⁹

যখন আল্লাহ তাদের বেশি সম্পদ দান করলেন তখন তারা কৃপনতা শুরু করলো।

অথচ তারাই বেশি রিয়ক দেয়ার জন্য হয় হতাশ করলো।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اٰخَفَوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

“সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে”।²⁰

উপরোক্ত আয়াত গুলো থেকে আমরা স্পষ্ট ধারণা পাই যে, আল্লাহ আমাদের জন্য যতটুকু নির্ধারণ করে রেখেছেন ততটুকুই আমাদের জন্য প্রাপ্য এবং কল্যাণকর।

¹⁸ আল কুরআন - সূরা তাওবাহ ৯:৭৫

¹⁹ আল কুরআন - সূরা তাওবাহ ৯:৭৬

²⁰ আল কুরআন - সূরা তাওবাহ ৯:৭৭

আল্লাহর বিধান মেনে হৃদয়ে প্রশান্তি আনুন

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে রিজিক দিয়েছেন যা দিয়েছেন সবকিছুতেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আপনি ধনী হোন বা গরীব হোন অথবা মধ্যবিত্ত হোন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কোনভাবেই অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। আমরা যদি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হই তাহলে আমাদের তাওহিদ আর ঈমানে ত্রুটি নিয়ে আসবে। আর রায়যাকের উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনতে পারবো না। আল্লাহর কাছে আমরা উত্তম রিজিকের জন্য বেশি বেশি দুয়া করবো। আল্লাহ যখন আমাদেরকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করেন, অবশ্যই তা আমাদের জন্য কল্যানকর ছিল বলেই আল্লাহ বঞ্চিত করেছেন। তাই কোন ব্যাপারে আপত্তি করা যাবে না। হতাশ হওয়া যাবে না। তাওহিদের একটি অংশ হলো আল্লাহ যাই দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ বলেছেন,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

“অতঃপর যখন তারা ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা তাদের জন্য সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তারা যা পেয়েছিল তাতে উল্লসিত হল, তখন আমরা তাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করলাম, অতঃপর তারা নিরাশ হয়ে গেল”।²¹

আল্লাহ তায়ালা কাফের মুশরিক মুমিন নির্বিশেষে সবাইকেই রিজিক বন্টন করেন। যারা আল্লাহর অপছন্দনীয় তাদেরকেও আল্লাহ দেন আবার যারা আল্লাহর পছন্দনীয় তাদেরকেও আল্লাহ দেন। শুধুমাত্র পার্থক্য এই জায়গায় আল্লাহর অপছন্দনীয় লোকদের আখিরাতে কোন ভাগ নেই। আখিরাত শুধু মুমিনদের জন্য। আমরা অনেকে মনে করি আমাদের ধন সম্পদ বা সন্তান সন্ততি নেই মানে আল্লাহ আমাদের পছন্দ করেন না। যাদের সবকিছু আছে তাদেরকেই শুধু আল্লাহ পছন্দ করেন। এমনটা মক্কার মুশরিকরাও মনে করতো।

²¹ আল কুরআন - সূরা আল আনআম ৬:৪৪

কুরাইশদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ

“তারা আরো বলেছে, ‘আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা আযাবপ্রাপ্ত হব না’।”²²

রাসূলুল্লাহ সঃ এর কাছে মক্কার কুরাইশরা এসে অহংকার করে বলতো যে “আল্লাহ আমাদেরকে সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আমাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের চাইতে বেশি। তাই আল্লাহ কখনো আমাদের আযাব দিবেন না”।

তাদের এই ভুল ধারণা ভেঙে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“বল, ‘আমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রস্তুত করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’।

আল্লাহ বাধ্য অবাধ্য সব বান্দাদেরকেই আল্লাহ এই দুনিয়াতে রিজিক দেন। সম্পদ, সন্তান সবকিছুই দেন। কিন্তু আখিরাতে মহাসাফল্য শুধুমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্যই।

প্রকৃত তাওয়াক্কুল

হাতিম আল আসম রাহিমাল্লাহু- কে জিজ্ঞেস করা হলো,

‘আপনার তাওয়াক্কুল এত শক্তিশালী হলো কিভাবে? আপনি কিভাবে এত শক্তভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন?’

তিনি উত্তরে বললেন,

‘আমি বিশ্বাস করি আমার রিজিকে কেউ ভাগ বসাতে পারবেনা। তাই আমার অন্তর দুশ্চিন্তামুক্ত, পরিতৃপ্ত। আমি জানি মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাই আমি রসদ জোগাড় করছি আখিরাতে জন্য। আমি জানি আমার আমলগুলো অন্য কেউ করে দিবেনা, আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। তাই আমি আমলে

²² আল কুরআন - সূরা সাবা ৩৪; ৩৫

মনোযোগ দিয়েছি। আল্লাহ আমাকে সবসময় দেখছেন এটা আমি জানি। এমন অবস্থায় পাপ করতে আমি লজ্জাবোধ করি’।²³

লোকেরা তাকে এত পরিতৃপ্ত এবং প্রশান্ত দেখে অবাক হয় গেলো। তারপর তাঁকে প্রশ্ন করলো আপনি কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করেন? তিনি কুরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দিলেন,

وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

“আর আসমানসমূহ ও যমীনের ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না”।²⁴

উমার ইবনুল খাত্তাম রাঃ থেকে বর্ণিত,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، إِلَّا تَرَوْنَ أَنَّهَا تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرْوَحُ بِطَانًا

“যেভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা উচিত, সেভাবে যদি তোমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দিতেন যেভাবে তিনি পাখিদের রিজিক দেন। তোমরা কি দেখোনা পাখিরা সকালে ক্ষুদার্থ অবস্থায় বের হয়, এরপর সন্ধ্যায় ভরাপেটে বাড়ি ফিরে”।²⁵

প্রকৃত তাওয়াক্কুলের ব্যাপার আমরা এই হাদিস থেকে বুঝলাম। প্রকৃত তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে চেষ্টা করা। এই হাদিসে রাসূল সঃ কিন্তু বলেননি তাওয়াক্কুল করলে বাসায় বসে থাকা পাখির মতো রিজিক দেয়া হবে। রিজিক তাদেরকেই আল্লাহ দিবেন যারা রিজিকের সন্ধান করে, চেষ্টা করে। যারা রিজিকের সন্ধানে সকালে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে তাদের চেষ্টাই আল্লাহ সফল করে দেন। আমাদের অন্তর সবসময় আল্লাহর দিকে ঝুকে থাকবে। কারন তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। আর রায়যাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে কোন জিনিসপত্র আমাদের লাভ ক্ষতি কোন কিছুই করতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহই আমাদের রিজিকদাতা। তাঁর পক্ষ থেকেই রিজিক আসে।

²³ ইমাম যাহাবী(রাহঃ), সিয়রু আ’লামিন নুবালা ; ১১/৪৮৫

²⁴ আল কুরআন - সূরা আল মুনাফিকুন ৬৩; ৭

²⁵ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং, ৩৭৩

প্রচেষ্টা করবে নিজের সাধ্যে, আর ভরসা রাখবে শুধু আল্লাহর উপর

আমরা রাসূল সঃ এর সীরাহ পড়লে দেখবো তিনিও কিন্তু আসবাব উপকরন ব্যবহার করেছেন। দুনিয়াতে রাসূল সঃ এর চাইতে বেশি তাওয়াক্কুল কারী আর কোন বান্দা নেই। তিনিও প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছেন।

রাসূল সঃ এর মক্কা থেকে মদীনা হিজরতের সময়ের ঘটনা। রাসূল সঃ এবং আবু বকর রাঃ এর মাথার জন্য কুরাইশরা ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করে। রাসূল সঃ কিন্তু তখন চেষ্টা না করে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে বেসে থাকেন নি। তিনি আবু বকর রাঃ কে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন পাহাড়ের ঘুহায়। রাসূল সঃ সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং পরবর্তীতে আবু বকর রাঃ কে সাহস দিয়ে বলেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

‘চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন’²⁶

আমরা আমাদের যাবতীয় সবকিছু ব্যবহার করবো। আসবাব ব্যবহার করবো। কিন্তু আমাদের অন্তরে শুধুমাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল থাকবে। অনেক সময় দেখা যায় উপকরন ব্যবহারের মত আমাদের অবস্থা থাকেনা। সেক্ষেত্রেও আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবো। উপকরন থাকলে আমরা তা ব্যবহার করবো। আল্লাহ আমাদের উপকরন ব্যবহার করতে বলেছেন তাই আমরা ব্যবহার করবো। রাসূল সঃ ও ব্যবহার করেছেন। শুধু তিনি আদম আঃ থেকে সমস্ত নবীই উপকরন ব্যবহার করেছেন। তাঁরাও খাবারের সন্ধান করেছেন। এমন হয়নি যে তাদের ক্ষুদা লাগলে আকাশের দিকে থালা মেলে বসে থাকতো। যখন আল্লাহ নাজিল করবেন তখন তারা খাবেন। তাঁরাও খাবারের সন্ধান করে খেতেন। খাবার তৈরি করে খেতেন। বদরের যুদ্ধে এক হাজার কুরাইশদের মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তখন রাসূল সঃ তো বলেননি তোমরা অস্ত্র নামিয়ে রেখে চিৎকার করে আল্লাহর কাছে দুয়া করো তাহলেই আল্লাহ তোমাদের বিজয় দিবেন। বরং আল্লাহর নির্দেশে রাসূল সঃ সবাইকে অস্ত্রসহ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। যুদ্ধ করতে বলেছিলেন। এবং আল্লাহর কাছে

²⁶ আল কুরআন - সূরা আত তাওবাহ ৯; ৪০

সাহায্য চেয়ে দোয়া করেছিলেন। রাসূল সঃ জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আল্লাহর ভরসা করে উপকরন ব্যবহার করেছিলেন। রিজিকের ব্যাপারটি আসলে এমনই। আমরা সবই ব্যবহার করবো কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ

“তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয়ক থেকে তোমরা আহার কর”।²⁷

এখানে আল্লাহ তায়ালা ফামশু (فَامْشُوا) এর দ্বারা বুঝিয়েছেন হাঁটা, খোঁজা, তালাশ করা। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের রিজিকের তালাশ করতে বলেছেন। ঘর থেকে বের হতে বলেছেন এবং হাতের নাগালে থাকা জিনিপত্র ব্যবহার করতে বলেছেন।

ফামশু (فَامْشُوا) এর দ্বারা কিন্তু আল্লাহ হেঁটে রিজিকের সন্ধান করতে বলেছেন। ছোট্টাছুটি করতে বলেন নি। হাঁটা আর দৌড়ানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে রিজিক তালাশ করতে বলেছেন ঠিকই কিন্তু এটা নিয়ে পেরেশান হতে নিষেধ করেছেন।

মারইয়াম আঃ এর যখন প্রসববেদনা উঠে তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বলেন,

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

“আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে”।²⁸

এই আয়াত দ্বারা আমরা কি বুঝি? খেজুর গাছ নাড়লে কি খেজুর পড়ে? কোন শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারাও তো তা সম্ভব না। আল্লাহ তো চাইলে খেজুর এমনি এমনিই মরিয়ম আঃ কে দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে মরিয়ম আঃ কে খেজুর গাছ নাড়তে বললেন। আল্লাহ তায়ালা মরিয়ম আঃ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা আর সাধ্যমতো চেষ্টা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই আয়াত গুলো থেকে আমাদের তাওয়াক্কুলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনার রিজিক নির্ধারিত। শুধু আপনাকে সেই রিজিকের জন্য তালাশ করতে হবে আল্লাহর কাছে

²⁷ আল কুরআন - সূরা মুলক ৬৭; ১৭

²⁸ আল কুরআন - সূরা মরিয়াম ১৯; ২৫

সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদের রিজিকদাতা নয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآتَىٰ تُوْفِكُونَ
 “আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কি, যে, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিষক দিবে? তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?”²⁹

আল্লাহ ছাড়া সত্যিই এই ভূমিতে আমাদের আমাদের কোন রিজিকদাতা নেই। তারপরও আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছি।

রিজিক শুধু ভোগের বস্তু নয়

রিজিককে মানুষ খুব সল্প ভাবে বিশ্লেষণ করে। যেমন আমরা মনে করি রিজিক হচ্ছে শুধু টাকা পয়সা, অর্থ সম্পদ, গাড়ি বাড়ি। যার কারনে আমাদের অনেকের এইগুলো নিয়ে হয় হতাশ থাকে। রিজিক শুধু দুনিয়াবি সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। সবচেয়ে বড় রিজিক হলো ঈমান, আকীদা, তাওহীদ। এর চেয়ে বড় কোন রিজিক হতে পারেনা। যার ঈমান নেই তার বাকি সমস্ত রিজিক তুচ্ছ।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে”³⁰

যতক্ষন পর্যন্ত আপনার ঈমান আকিদাহ ঠিক থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত আপনি এক প্রশান্তিময় জীবন উপভোগ করতে পারবেন। আর রাযযাক এর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে খুবই বিপজ্জনক।

রাসূল সঃ এর এক হাদিসে তিনি বলেন,

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ
 اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ

²⁹ আল কুরআন - সূরা ফাতির ৩৫:৩

³⁰ আল কুরআন - সূরা মায়দাহ ৫:৩

“কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করে তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে পড়ে তা আল্লাহ তা’আলার নিকট উপস্থাপন করে তবে অবশ্যই আল্লাহ তা’আলা তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে রিযিক দান করেন”।³¹

যারা তার উপাসনা করে, তারা রিজিকের কোন অংশেরও মালিক নই

আলাহ তায়ালা বলেছেন,

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْئًا وَّ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যারা আসমানসমূহ ও যমীনে তাদের কোন রিযিকের মালিক নয় এবং হতেও পারবে না”।³²

আমরা যদি এই আয়াতের দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখবো, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে رِزْقًا এবং شَيْئًا এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। দুটি শব্দের অর্থ একই কিন্তু আল্লাহ তায়ালা দুইবার কেন ব্যবহার করেছেন সেটাই আমাদের খেয়াল করার বিষয়। কুরআন অনেক গভীর এবং সুক্ষ্ম। এই গভীর বইকে পড়তে হলে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা যে আমাদের রিজিকদাতা, একমাত্র আল্লাহই যে আমাদের রিজিক দেন, এই দুটি বাক্য দিয়ে এটাকে জোরালো করা হয়েছে। এবং সত্যায়িত করা হয়েছে। যখন সত্যায়নের ক্ষেত্রে নাকিরা শব্দ ব্যবহার হয়, তখন সেটার মানে সাধারণভাবে বোঝানো হয়। কোনো সীমাবদ্ধ কিছু না। যেমন রিজকান এবং শাইয়ান এই দুটি শব্দ এখানে নাকিরা(অনির্দিষ্ট) তাই এগুলোর অর্থও সাধারণ। আল্লাহ তায়ালা সব সন্দেহ সম্ভাবনা মুছে দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন তিনিই একমাত্র রিজিকদাতা। একইভাবে আয়াতে রিজকান শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা নেই। এই আয়াতে আল্লাহ দুটি নাকিরা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে বোঝানো যায় মুশরিকরা যাদের উপাসনা করতো, তাদের কাছে ক্ষমতা নেই। একটুও নেই।

³¹ মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং, ৪২১৯

³² আল কুরআন - সূরা নাহল ১৬:৭৩

যদি শুধু বলা হতো ‘আল্লাহ ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই’ তাহলে অনেকেই ভাবতো হয়তো সামান্য কিছু ক্ষমতা অন্যদের থাকতে পারে। কিন্তু ‘রিজকান’ এবং ‘শাইয়ান’ এই দুটি শব্দ দিয়ে আল্লাহ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাদের কোনরকম ক্ষমতা নেই, একটুও না। এরপর আয়াতের শেষদিকে আল্লাহ বলেন,
 وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ

“এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না”।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয়, তারা না নিজেরা কিছু করতে পারবে, না অন্য কারও সাহায্য করতে পারবে। তারা নিজেরাও আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পাবে না। আজকের দিনে দুঃচিন্তা, হতাশা, বিষন্নতা, মানসিক চাপ এগুলোর মূল কারন কী? মানুষ ভাবে চাকরি ব্যবসা বা অন্য মানুষই তার জীবনের সমাধান দিবে। কিন্তু সত্য হলো সবকিছু আল্লাহর হাতে। যখন মানুষ ঠিকভাবে বুঝে নেয় যে আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই, তখন তার দুঃখ, হতাশা সব ধীরে ধীরে চলে যায়। তখন সে বুঝতে পারে, যত সমস্যাই আসুক জীবনে এর সমাধান শুধু আল্লাহর কাছে। তাই জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর করাই শান্তির পথ।

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ

“জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন”।³³

রিজিকের দরজা বন্ধ হলেও আর রাজ্জাক পথ খুলে দেন

মানুষের জীবনে রিজিকের চিন্তা একটি স্বাভাবিক বিষয়। কেউ রিজিক নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়, কেউ ভবিষ্যতের চিন্তায় ঘুম হারায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের আশ্বস্ত করেছেন “আর রাজ্জাক” অর্থাৎ যিনি রিজিক দানকারী, তিনি তাঁর বান্দার জন্য রিজিকের পথ নিজেই তৈরি করে দেন। যখন সব দরজা বন্ধ মনে হয়, তখনও তিনি অদৃশ্য কোনো পথ খুলে দেন, এমন উৎস থেকে রিজিক পৌঁছে দেন, যা মানুষ কখনো ভাবতেও পারে না। মানুষ যখন নিজ চেষ্টায় ক্লান্ত হয়, সমস্ত দিক থেকে ব্যর্থতার দেয়ালে ধাক্কা খায়, তখনই আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি তার জীবনে সত্য হয়ে যায়। “আর রাজ্জাক” এমন এক নাম, যেখানে শুধু দান

³³ আল কুরআন - সূরা আনফাল ৮:২৪

নয়, রয়েছে করুণা, প্রজ্ঞা ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা। কখনও তিনি তা তৎক্ষণাৎ দেন, কখনও বিলম্ব করে দেন কিন্তু তিনি কখনও ভুলে যান না কোনো বান্দাকে। রিজিকের ধারণা কেবল অর্থ বা সম্পদে সীমাবদ্ধ নয়। সুস্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তানের ভালো ব্যবহার, পবিত্র জ্ঞান, এমনকি একবেলা তৃপ্তিদায়ক আহার সবই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা রিজিককে এমনভাবে ভাগ করে দিয়েছেন, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ পায়। কেউ বেশি পায় পরীক্ষা হিসেবে, কেউ কম পায় তাও একটি পরীক্ষা হিসেবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, রিজিকের প্রতিটি কণা আল্লাহর হিসাবেই নির্ধারিত থাকে। মানুষ যখন রিজিকের দরজায় ব্যর্থ হয়, তখন মনে রাখা উচিত আর রায়যাক কখনও রিজিক বন্ধ করেন না, তিনি শুধু পথ পরিবর্তন করেন। কখনও একটি কাজের দরজা বন্ধ হয়, কিন্তু অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত দিক থেকে কল্যাণ আসে। কখনও মনে হয় হারিয়ে গেছি, অথচ সেই হারিয়ে যাওয়া পথই নতুন আশার সূচনা হয়।

আল্লাহর পরিকল্পনা সবসময়ই নিখুঁত, যদিও আমরা তা বুঝতে পারি না। প্রকৃত মুমিন সেই, যে রিজিকের জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু বিশ্বাস রাখে ফলাফল কেবল আল্লাহর হাতে। তার হৃদয় ভরসায় ভরে থাকে। কারণ সে জানে, যে আল্লাহ পাথরের বুকে কীটকে রিজিক দেন, তিনি কোনো মানুষকে নিরাশ করেন না। আল্লাহর প্রতি এই নির্ভরতা বা তাওয়াঙ্কুলই আসল শক্তি। বান্দা চেষ্টা করবে তার সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত, কিন্তু অন্তরে থাকবে প্রশান্ত বিশ্বাস, “আমার রিজিক লিখে রেখেছেন ‘আর রাজ্জাক’ তিনি পথ করে দেবেন সময়মতো।” আর রায়যাকের পথ বানানো অনেক সময় আমাদের ধারণার বাইরে ঘটে। হয়তো আমরা একটি চাকরি হারাই, কিন্তু পরে বুঝি সেটিই আমাদের জন্য উত্তম ছিল। হয়তো আমরা কারও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হই, অথচ অন্য কেউ এসে দ্বিগুণ কল্যাণ এনে দেয়। এসবই আল্লাহর অদৃশ্য পরিকল্পনার অংশ, যেখানে প্রতিটি ধাপে রিজিকের হিসাব নির্ভুলভাবে লেখা আছে। আল্লাহ চান, বান্দা যেন তাঁর উপর ভরসা রাখে এবং অস্থির না হয়। কারণ তিনি জানেন কোন সময়ে কীভাবে এবং কতটা রিজিক বান্দার জন্য কল্যাণকর। তাই যখন আমরা দেখি

সবদিক অন্ধকার, তখনও বলা উচিত “আমার রব আমার জন্য পথ করে দেবেন।” এই বিশ্বাসই আমাদের অন্তরে শান্তি আনে, উদ্বেগ দূর করে, এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর করে তোলে। অবশেষে “আর রাজ্জাক পথ করে দেবেন” এই বাক্যটি শুধু আশ্বাস নয়, এটি ঈমানের একটি অঙ্গ। এটি আমাদের শেখায় যে রিজিক চাওয়া মানে কেবল চেষ্টা নয়, বরং বিশ্বাসের এক সুন্দর সমন্বয়। যে বিশ্বাস রাখে, তার জন্য রিজিকের দরজা কখনও বন্ধ হয় না শুধু সময় ও পথ পরিবর্তিত হয়। আর যে হৃদয়ে তাওয়াঙ্কুল রাখে, তার জীবনে “অলৌকিক রিজিক” এসে উপস্থিত হয় ঠিক তখনই, যখন সে সবচেয়ে বেশি ভরসা করে আল্লাহর উপর। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ
إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

“আমি তোমার প্রতি আল-কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে, বরং তা (নাযিল করেছি) কেবল সতর্কবাণী হিসেবে যে (আল্লাহকে) ভয় করে তার জন্য”।³⁴

³⁴ আল - কুরআন সূরা ত্বহা ২০; ২-৩

বই - ‘তাওহিদের মূলনীতি’, ২য় খন্ড থেকে।

ধন সম্পদের তারতাম্য আল্লাহ কেন রেখেছেন?

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে একটি পরীক্ষার ময়দান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এখানে ধন-সম্পদ, দারিদ্র্য, সুখ, দুঃখ সবই পরীক্ষার উপকরণ। আল্লাহ যদি সবাইকে ধনী বানাতেন, তাহলে কেউ কারো প্রয়োজন অনুভব করত না, পরস্পরের সাহায্য ও দয়া বিলুপ্ত হয়ে যেত। সমাজে ভারসাম্য থাকত না। কুরআনে আল্লাহ বলেন, نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ ط بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا

“আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে”।³⁵

অর্থাৎ, কেউ কাজ দেয়, কেউ কাজ করে কেউ সম্পদশালী, কেউ দরিদ্র এই পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেই দুনিয়া চলে। এটি আল্লাহর এক নিখুঁত ভারসাম্যব্যবস্থা। আল্লাহ কাউকে সম্পদ দেন পরীক্ষা হিসেবে, আবার কাউকে অভাব দেন একইভাবে পরীক্ষা হিসেবে। ধনীদের পরীক্ষা হলো তারা কি বিনয়ী থাকবে, দান করবে, গরিবের অধিকার দেবে? আর গরিবদের পরীক্ষা হলো তারা কি ধৈর্য ধরবে, নাকি আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে নাকি হালাল পথে চেষ্টা চালিয়ে যাবে?

আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ ۖ وَ بَشِيرِ الصَّابِرِينَ

“আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও”।³⁶

অর্থাৎ, কারও প্রাচুর্য, কারও অভাব সবই একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষা মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, বিনয় শেখায়, আর কৃতজ্ঞতা জাগায়। সবাইকে

³⁵ আল কুরআন - সূরা যুখরুফ ৪৩:৩২

³⁶ আল কুরআন - সূরা বাকারা ২:১৫৫

ধনী করা যদি কল্যাণকর হতো, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাই করতেন। কিন্তু অনেক সময় সম্পদ মানুষকে অহংকারী বানায়, এমনকি ভুল পথে নিয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন,

كَأَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا ۖ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ

“মানুষ সত্যিই সীমালঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।”³⁷

তাই আল্লাহ কখনও সম্পদ দেন, কখনও তা রোধ করেন উভয় অবস্থাতেই বান্দার কল্যাণ নিহিত থাকে, যদিও আমরা তা বুঝি না। দুনিয়ায় যদি সবাই সমান ধনী হতো, তাহলে শ্রম, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা সবকিছুর প্রয়োজন শেষ হয়ে যেত। কেউ কৃষক হতো না, কেউ শ্রমিক হতো না, কেউ শিক্ষক বা চিকিৎসকও হতো না। সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষই আসলে অপরের রিজিকের মাধ্যম। ধনী মানুষ কাজের সুযোগ দেয়, গরিব মানুষ পরিশ্রমের মাধ্যমে সমাজ চালায় এই পারস্পরিক সম্পর্কই জীবনকে সুন্দরভাবে চালু রাখে।

ইলমের পথে বিনিয়োগ করা

ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক অমূল্য নিয়ামত। মানুষকে আল্লাহ অন্যান্য সৃষ্টির থেকে যে গুণে মর্যাদা দিয়েছেন, তা হলো জ্ঞান। ইলমের মাধ্যমেই মানুষ সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম ও ন্যায্য-অন্যায়ে পার্থক্য করতে শেখে। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যেমন ইবাদত, তেমনি তালিবুল ইলমের পিছনে খরচ করা হচ্ছে সেই ইবাদতের সহায়ক এক সওয়াবের কাজ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

□ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।”³⁸

³⁷ আল কুরআন - সূরা আলাক ৯৬:৬-৭

³⁸ আল কুরআন - সূরা যুমার ৩৯:৯

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানের মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সুতরাং, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানার্জনের কাজে ব্যয় করা মানে আল্লাহর পথে ব্যয় করা এমন এক সদকা, যার সুফল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই প্রসারিত হয়। এক অশেষ সওয়াবের কাজ ইলমের জন্য ব্যয় করা অর্থ হলো, এমন এক কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করা যা মানুষের মন ও সমাজে আলো ছড়ায়। কেউ যদি একজন শিক্ষার্থীকে বই কিনে দেয়, পড়াশোনার খরচ বহন করে, বা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সে আসলে এমন এক বিনিয়োগ করছে যার ফল মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি জিনিস ছাড়া সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, ও নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”³⁹

এই হাদীস আমাদের শেখায় যে, জ্ঞানচর্চার জন্য ব্যয় করা সদকায়ে জারিয়া, যার প্রতিদান কখনো শেষ হয় না। একজন তালিবুল ইলম সেই জ্ঞান দ্বারা যখন অন্যদের উপকারে আসে, তখন সেই শিক্ষার্থী ও দাতার উভয়ের জন্যই সওয়াব অব্যাহত থাকে। সমাজের জন্য এক আলোকিত বিনিয়োগ জ্ঞান এমন এক শক্তি যা সমাজকে আলোকিত করে।

ইলমের পথে ব্যয় করা মানে অজ্ঞতা ও অন্যায়ের অন্ধকারে আলো জ্বালানো। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে ধনী ও সচেতন মুসলমানরা জ্ঞানচর্চার জন্য অসংখ্য মাদরাসা, লাইব্রেরি, ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা তালিবুল ইলমদের থাকার জায়গা, খাদ্য, বই এবং পাঠদানের সব দায়িত্ব নিতেন। এর ফলে এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয়েছিল, যারা শুধু মুসলিম সমাজ নয়, পুরো বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে অবদান রেখেছে। তাই, আজকের যুগেও যারা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বা ইসলামী শিক্ষার প্রসারে অর্থ ব্যয় করে, তারা

³⁹ সহিহ মুসলিম, দারিমি, তিরমিযী, নাসাঈ

সেই ঐতিহ্যের ধারক। তাদের দান সমাজে আলো ছড়ায়, প্রজন্ম তৈরি করে এবং মানবতার ভিতকে মজবুত করে। দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের পথ ইলম অর্জনের জন্য ব্যয় করা কেবল আখিরাতের সওয়াব নয়, দুনিয়ার উন্নয়ন ও কল্যাণের পথও বটে। শিক্ষিত সমাজই সচেতন, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্যপরায়ণ সমাজ। জ্ঞান মানুষকে নৈতিকতা শেখায়, দায়িত্ববোধ জাগায়, এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রজ্ঞা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

“যে ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রজ্ঞা (জ্ঞান) দান করেছেন, সে আসলে মহা কল্যাণ লাভ করেছে।”⁴⁰

অতএব, যে ব্যক্তি তার সম্পদ, শ্রম বা সময় দিয়ে ইলমের পথে সহায়তা করে, সে প্রকৃত অর্থে কল্যাণে বিনিয়োগ করছে। তার দান হয়তো ক্ষণিকের মনে হতে পারে, কিন্তু যখন সেই জ্ঞান সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আরেক হাদীসে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

ذِكْرُ تَسْهِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ يَسْلُكُ فِي الدُّنْيَا طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا
“দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে

কোন পথে চললে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দিবেন”⁴¹

এই হাদীস স্পষ্টভাবে দেখায়, ইলমের প্রতি সমর্থন তা নিজের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে হোক, বা অন্যের জ্ঞানচর্চায় সহায়তার মাধ্যমে উভয়ই জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। তালিবুল ইলমের পিছনে খরচ করা কেবল একটি দান নয়, বরং এটি এক চিরস্থায়ী সওয়াবের উৎস। এটি আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটি বিশেষ দিক, যার সুফল মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। সমাজে অজ্ঞতা ও অন্ধকার দূর করতে জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই, আর সেই জ্ঞানচর্চার ভিত্তি তৈরি হয় তখনই, যখন সমাজের মানুষ ইলমের পথে দান ও সহায়তায় এগিয়ে আসে। আমরা যদি আমাদের সম্পদের একটি অংশ জ্ঞানচর্চা, ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ব্যয়

⁴⁰ আল কুরআন - সূরা বাকারাহ ২:২৬৯

⁴¹ মুসলিম, হাদিস নং, ২৬৯৬। তিরমিযী, হাদিস নং, ২৯৪৫

করি তবে সেটিই হবে আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। কারণ, ধন-সম্পদ শেষ হয়, কিন্তু ইলমের আলো কখনো নিভে না। তাই আজকের দিনে আমাদের প্রত্যেকের উচিত ইলমের পথে ব্যয় করার মানসিকতা তৈরি করা সেটা হয়তো একটি বই উপহার দেওয়া, একজন দরিদ্র শিক্ষার্থীর সহায়তা করা, অথবা ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা যেন আমরা সবাই মিলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পারি।

নবী ও নেককারদের রিজিক থেকে শিক্ষা

রিজিকের বিষয়ে মানুষ প্রায়ই ভুল ধারণায় ভোগে। অনেকে মনে করে, যার অর্থ-সম্পদ বেশি, সেই সৌভাগ্যবান; আর যার রিজিক সীমিত, সে যেন বঞ্চিত। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রিজিকের মাপকাঠি কখনোই অর্থ-সম্পদ নয়। বরং বরকত, সন্তুষ্টি, ও অন্তরের প্রশান্তিই হলো প্রকৃত রিজিক। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষরা যারা নবী, রাসূল ও নেককার বান্দা তাদের জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশই ছিলেন দারিদ্র্য, কষ্ট ও সীমিত রিজিকের জীবনে অভ্যস্ত। অথচ তারাই ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ মানুষ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنصَرُّنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايَ الْمُرْسَلِينَ ۚ ۳৬

“তোমার পূর্বেও রসূলগণকে মিথ্যে মনে করা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে মিথ্যে মনে করা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে। আল্লাহর ওয়াদার পরিবর্তন হয় না, নাবীগণের কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট পৌঁছেছেই।”⁴²

নবী করিম সঃ ছিলেন সমগ্র মানবজাতির নেতা ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তবুও তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতীব সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। কখনও টানা কয়েকদিন তাঁর ঘরে চুলা জ্বলত না। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

وَمَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا.

⁴² আল কুরআন - সূরা আন,আম ৬:৩৪

“রাসূলুল্লাহ সঃ ও তাঁর পরিবার কখনো তিন দিন পরপর গমের রুটি তৃপ্তি সহকারে খাননি।”⁴³

এই হাদীস আমাদের শেখায়, দারিদ্র্য বা সীমিত রিজিক মানেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নয়। বরং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জীবনে রিজিকের পরীক্ষাই ছিল এক প্রকার রহমত, যাতে তারা ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দেন মানবজাতিকে। প্রকৃত রিজিক ধন-সম্পদ অনেকেরই থাকে, কিন্তু বরকত থাকে না। আবার অনেকের কাছে সীমিত সম্পদ থেকেও এমন তৃপ্তি ও শান্তি থাকে যা কোনো সম্পদশালী মানুষ খুঁজেও পায় না।

নবী সঃ বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“ধন-সম্পদ, পার্থিব সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য ও আধিক্য প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়, বরং মনের ঐশ্বর্যই বড় ঐশ্বর্য”।⁴⁴

অর্থাৎ, যার অন্তর পরিতৃপ্ত, সে-ই প্রকৃত অর্থে ধনী। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষরা এই অন্তরের ধনেই সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁরা কখনো রিজিক নিয়ে উদ্বিগ্ন হননি, বরং প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন। এটাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল চেষ্টা করা, কিন্তু ফলাফলের ওপর আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষদের ধনী না করে আমাদের শিখিয়েছেন রিজিকের প্রকৃত উদ্দেশ্য দুনিয়াবি ভোগ নয়, বরং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। যদি ধনই শ্রেষ্ঠতার মাপকাঠি হতো, তবে নবী মুসা (আ.), ঈসা (আ.) বা মুহাম্মদ সঃ সবাই বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হতেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের দারিদ্র্যের মাধ্যমে মানবজাতিকে শিখিয়েছেন, প্রকৃত সম্মান ধনে নয়, বরং ঈমান, ন্যায়, ও তাওয়াক্কুলে। আল্লাহ চান না সবাই ধনী হোক, বরং চান মানবসমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও ভারসাম্য বজায় থাকুক। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষদের অনেকেই জীবনে রিজিকের অভাবে কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু কখনো হতাশ হননি। হযরত আযুব (আ.) ধন-সম্পদ, সন্তান ও স্বাস্থ্য হারিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করা বন্ধ করেননি। তাঁর ধৈর্যের

⁴³ সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৪৩৮

⁴⁴ সহিহ মুসলিম, হাদিস নং, ২৩১০

বই - ‘রিজিক’ থেকে

কারণে আল্লাহ তাঁকে দ্বিগুণ রিজিক ফিরিয়ে দেন। এটি প্রমাণ করে রিজিকের অভাব কোনো অভিশাপ নয়, বরং কখনো কখনো তা বরকতের দরজা খোলার পরীক্ষা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষদের রিজিকের অবস্থা আমাদের শেখায়—আল্লাহর নিকট মর্যাদা সম্পদের প্রাচুর্যে নয়, বরং অন্তরের ঈমান, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলে। নবী-রাসূল ও নেককার বান্দারা সীমিত রিজিকেও সন্তুষ্ট ছিলেন। যা কিছু আল্লাহ দেন, সেটিই সর্বোত্তম। তাই আমাদেরও উচিত রিজিক নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত না হয়ে, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। ধন নয়, বরকতই আসল রিজিক। আর যে মানুষ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার প্রাপ্ত রিজিক গ্রহণ করে, সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফল।

হালাল রিজিকের মর্যাদা ও ইসলামিক শিক্ষা

ইসলামে রিজিক কেবল দুনিয়াবি উপার্জন বা অর্থ নয়, বরং তা হলো ইসলামের এর দৃষ্টিতে সর্বশেষ নিয়ামত যা আয় করা হয় হালাল উপায়ে, খরচ করা হয় সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে, এবং যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُم بِآيَاتِهِ تَعْبُدُونَ

“হে মু’মিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলো খেতে থাক এবং আল্লাহর উদ্দেশে শোকর করতে থাক, যদি তোমরা তাঁরই ‘ইবাদত করে থাক’।⁴⁵

হালাল রিজিক অর্জন করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ পথ, কারণ তিনি পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছেন। রাসূল সঃ এর এক হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র (হালাল ও নিষ্কলুষ) জিনিসই গ্রহণ করেন”।⁴⁶

হালাল রিজিকের গুরুত্ব প্রথমত নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসে। আয় যদি হয় অন্যায়ের, প্রতারণার বা নিষিদ্ধ উপায়ে তাহলে সে আয়কে ইসলামগতভাবে ক্ষতিকর ঘোষণা করেছে। কারণ একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি দিকই

⁴⁵ আল কুরআন - সূরা বাকারা ২:১৭২

⁴⁶ সহীহ মুসলিম, হাদিস নং, ১০১৫

আল্লাহর বিধান ও নীতি অনুসরণ করে গড়তে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এক ইসলামিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে “হালাল খাদ্য ও আয় হলো জীবন-আলোক, আর হেরাম আয় হলো প্রাণবিধ্বংসী বিষ।”⁴⁷ এই কারণে, একজন মুসলিম-ব্যক্তির জন্য শুধু আয় করা নয়, আয় করার উপায় ও অর্থ খরচের পদ্ধতিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হালাল রিজিকের সঙ্গে আসে অন্তরের প্রশান্তি, ঈমানের দৃঢ়তা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, যা কেবল দুনিয়ায় নয়, আখিরাতেও কল্যাণ বয়ে আনে। ইসলামী শিক্ষায় “বরকত” হলো রিজিকের অপর একটি মুখ। অর্থাৎ, হালাল উপায়ে আয় করলে তা শুধুই পরিমাণে বেড়ে যায় না, বরং মান ও স্থিতিতেও সমৃদ্ধ হয়। যেমন একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, “যা হালাল উপায়ে হয়, তাতে আল্লাহর বরকত থাকে। আর যা নিষিদ্ধ উপায়ে হয়, তাতে মানুষ কল্যাণ পায় না।”⁴⁸

প্রচলিতভাবে দেখা গেছে, অনেকেই বেশ ভালো আয় করেন, কিন্তু উদ্বিগ্ন থাকেন কারণ হয়তো আয় উৎস বা খরচ-পদ্ধতি সঠিক ছিল না। ইসলামী শিক্ষায় বলা হয়েছে, আয় এবং খরচ তখনই প্রার্থিত হয় যখন তা হালাল উপায়ে আসে এবং সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়। হালাল রিজিক অর্জনে রয়েছে কয়েকটি মৌলিক দিক। সৎ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

“আর এই যে, তার চেষ্টা সাধনার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে।”⁴⁹

অর্থাৎ, শুধু অপেক্ষা করলেই নয় সৎ ও হালাল পথে পরিশ্রম করাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আয় উৎস যদি হয় জালিয়াতি, প্রতারণা, সুদ (রিবা) বা অন্যায় হয় তাহলে তা হালাল হয় না। ইসলামিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হালালের পথে আয় না করলে মানুষের দোয়া কবুল হয় না। একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

⁴⁷ ঈমাম গাজ্জালী রহঃ এর বিখ্যাত গ্রন্থ এহইয়াউ উলুমুদ্দীন-২য় খন্ড থেকে

⁴⁸ ঈমাম গাজ্জালী রহঃ এর বিখ্যাত গ্রন্থ এহইয়াউ উলুমুদ্দীন-২য় খন্ড থেকে

⁴⁹ আল কুরআন - সূরা নাজম ৫৩:৪০

“হে মানুষেরা, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না”।⁵⁰

হালাল রিজিকে ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল দ্বারা আরও সমৃদ্ধ করা হয়। যেমন একটি উৎসে বলা হয়েছে, কৃতজ্ঞতা রিজিক বৃদ্ধি করে। তবে হালাল রিজিক অর্জন অনেক সময় চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক কর্মসংস্থান, সামাজিক চাপ ও দ্রুত আয়ের সন্ধানে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিমকে ধৈর্য ধরে, নৈতিকভাবে চলতে হবে, হালাল উপায়ে আয় ও ব্যয় করার বিষয়টি কখনো সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। হালাল রিজিক কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয় এটি ঈমান, নৈতিকতা ও জীবনের মূল্যবোধের প্রকৃষ্ট প্রতিফলন। ইসলামে হালাল আয় অর্জন করা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, অন্তরের শান্তি পান এবং সমাজে সুস্থ ও ন্যায়সংগত পরিবেশ গঠন করা। হালাল রিজিকের পথে চললে সেই আয় শুধু সংখ্যা মাত্র নয়, বরং জীবনের সব দিকেই কল্যাণ বয়ে আনে।

রিজিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে রাসূল সঃ যা বলেছেন

রাসূলুল্লাহ সঃ অনেকবার বলেছেন যে মুসলিমের উপর রিজিক অনুসন্ধান করা ফরজ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো হলো,

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

১। “ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরয।”⁵¹

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مَنْ «وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْذَاوِمِيُّ . «السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مَنْ السُّحْتِ كَانَتْ النَّارُ أُولَى بِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

২। “জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে দেহের মাংস/গোশত হারাম উপার্জনে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম ধন-সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযোগী”।⁵²

⁵⁰ সহীহ বুখারি, হাদিস নং, ১৩৪৪

⁵¹ ইমাম বায়হাকী বলেন, এর রাবী দুর্বল।

⁵² হাসান, আহমাদ, ১৪৪১

৩। “এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে থাকে, চুল-দাড়ি এলোমেলো, ধুলাবালিতে মলিন। সে হাত উঁচু করে দোয়া করে ‘হে আমার রব! হে আমার রব!’ অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, এবং হারামেই সে লালিত—তাহলে কিভাবে তার দোয়া কবুল হবে?”⁵³

এই হাদীসগুলোতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে তা হলো, হালাল রিজিক অনুসন্ধান করা ফরজ। হারাম উপার্জন দোয়া ও আমল নষ্ট করে। আল্লাহর বরকত হালাল উপার্জনে থাকে। হাদীসের ব্যাখ্যা ও ইসলামী চিন্তাভাবনা রাসূলুল্লাহ সঃ এর এই বানী থেকে বোঝা যায় যে রিজিকের অনুসন্ধান শুধু অর্থ অর্জনের জন্য নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়িত্ব। একজন মুসলিমের হালাল উপার্জনের মধ্যে তিনটি প্রধান গুণাবলী থাকতে হবে।

১। সততা ও নিষ্ঠা। উপার্জন সততার ভিত্তিতে হবে। কোনো প্রকার জালিয়াতি, চুরি বা অন্যায় থাকবে না। হাদীস থেকে বোঝা যায় যে হারাম খাদ্য মানুষকে পাপে নিমজ্জিত করে এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়।

২। কষ্টসহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম। নবী রাসূলগণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা নিজ হাতে কর্ম সম্পাদনকে অধিক পছন্দ করতেন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে প্রাথমিক সময়ে ছাগল চড়ানো ও পরবর্তীতে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায়িক দায়িত্ব পালনের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা নিজ হাতে জীবিকা নির্বাহে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

৩। হালাল ও বরকতপূর্ণ উপার্জন। হালাল খাদ্য ও আয় আল্লাহর বরকত বহন করে। হারাম উপার্জন শুধু দুনিয়ার ক্ষতি করে না, বরং আখিরাতের ক্ষতিরও কারণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“যে ব্যক্তি হালাল খাবার খেয়েছে, সুন্নাহ মোতাবেক আমল করেছে ও মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থেকেছে, সে জান্নাতে যাবে”।⁵⁴

⁵³ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং, ১০১৫

⁵⁴ তিরমিজি, হাদিস নং, ২৫২০

রিজিক ও মুসলিম জীবনের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ সঃ এর বানী থেকে বোঝা যায় যে রিজিক শুধুমাত্র অর্থ নয়, বরং এটি দোয়া ও ইবাদতের কবুল হওয়ার শর্ত। হৃদয় ও মনকে প্রশান্ত ও আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

“তারা যদি তাওরাত ইঞ্জিল আর তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার নিয়ম-বিধান প্রতিষ্ঠিত করত, তাহলে তাদের উপর থেকে আর তাদের পায়ের নীচ থেকে আহাৰ্য পেত। তাদের মধ্যে একটি সত্যপন্থী দল আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই যা করে তা খারাপ”।⁵⁵

এখান থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহর পথে সৎ ও হালাল উপায়ে রিজিক অর্জন করলে তা নানাভাবে বরকতপূর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সঃ এর বানী স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে রিজিক অনুসন্ধান করা মুসলিমের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দায়িত্ব। হারাম উপার্জন আত্মার ক্ষতি করে এবং দোয়া কবুল হয় না। মুসলিমকে সৎ পরিশ্রম, সততা ও ধৈর্যের সঙ্গে উপার্জন করতে হবে। অতএব, প্রতিটি মুসলিমের উচিত সর্বোচ্চ চেষ্টা করে হালাল উপায়ে উপার্জন করা, যাতে তার জীবন ও আখিরাতে দু’টিই সফল হয়।

সত্যিকার মুমিন আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকে তুষ্ট থাকে

যিনি নিজের অবস্থায় খুশি থাকেন, তিনি ধনী, আর যিনি অস্থিরতা ও অভিযোগে ভোগেন, তিনি প্রকৃত অর্থে দরিদ্র। একজন ঈমানদার জানে, আল্লাহ কারো রিজিক কমিয়ে বা বাড়িয়ে তার পরীক্ষা নেন। তাই সে দারিদ্র্যে ধৈর্য ধারণ করে এবং প্রাচুর্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈমানদার ব্যক্তির এই সন্তুষ্টি কেবল ধৈর্যের প্রকাশ নয়, বরং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার প্রতীক। সে বিশ্বাস করে “যা আমার জন্য নির্ধারিত, তা কখনো অন্য কারো হবে না, আর যা অন্যের জন্য নির্ধারিত, তা

⁵⁵ আল কুরআন - সূরা মাযিদাহ ৫:৬৬

আমি কখনো পাবো না।” এই দৃঢ় বিশ্বাস তাকে জীবনের প্রতিটি অবস্থায় শান্ত ও কৃতজ্ঞ রাখে। তাই ঈমানদার ব্যক্তি রিজিকের দুশ্চিন্তায় নিজেকে পুড়ায় না বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পরিশ্রম করে এবং যা পায় তাতে সন্তুষ্ট থাকে। এই সন্তুষ্টিই তাকে মানসিক প্রশান্তি, আত্মিক শক্তি ও জীবনের ভারসাম্য দেয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ঈমান দুর্বল রাখে, সে সামান্য অভাবেও অভিযোগে লিপ্ত হয়। অন্যের রিজিক দেখে হিংসা করে এবং নিজের অবস্থায় অশান্ত থাকে। কিন্তু প্রকৃত মুমিন জানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর বান্দাকে সর্বোত্তম জিনিসই দেন। যদিও তা কখনো বাহ্যিকভাবে কম মনে হয়। সুতরাং বলা যায়, ঈমানদার ব্যক্তি রিজিকের ক্ষেত্রে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। কারণ সে জানে রিজিক শুধু দুনিয়ার চাহিদা নয়, বরং ঈমানের পরীক্ষার অংশ। আল্লাহর উপর ভরসা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সমন্বয়ই একজন মুমিনকে প্রকৃত প্রশান্তি ও আত্মিক তৃপ্তি এনে দেয়।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তাঁর এহইয়াউ উলুমুদ্দীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকে, তার অন্তর সর্বদা প্রশান্ত থাকে। কারণ সে জানে, আল্লাহর ফয়সালা কখনো অন্যায় হয় না।” এই চিন্তা একজন মুমিনের জীবনে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখে এবং হিংসা, লোভ, হতাশার মতো ধ্বংসাত্মক গুণগুলো থেকে তাকে দূরে রাখে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁর উম্মতকে এ সন্তুষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি শেখাতে বলেছেন,

نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ
 “যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে মাল-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে অধিক দেয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকে তাকায়”।⁵⁶

এই হাদিসে বোঝানো হয়েছে, ঈমানদার ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা সবসময় ইতিবাচক। সে নিজের অবস্থাকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে দেখে এবং এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ সে জানে, আল্লাহ তাকে যতটুকু দিয়েছেন, তাতে তার কল্যাণ

⁵⁶ সহীহ বুখারী, হাদিস নং, ৬৪৯০। মুসলিম, হাদিস নং, ২৯৬৩

নিহিত আছে। রিজিক নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ বা অভিযোগ ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। একজন ঈমানদার ব্যক্তি কখনো নিজের জীবনের তুলনা অন্যের সঙ্গে করে হতাশ হয় না, বরং নিজের দায়িত্ব পালন করে এবং ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, সন্তুষ্টি এমন এক মানসিক অবস্থা, যা শুধু দুনিয়ার সুখই নয়, আখিরাতের মুক্তির পথও প্রশস্ত করে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

مَنْ التَّمَسَّ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ وَمِنَ التَّمَسَّ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ

“যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মহান আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।”⁵⁷

এখান থেকে বোঝা যায়, রিজিকের প্রতি সন্তুষ্টি কেবল মানসিক প্রশান্তির কারণ নয়, বরং এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায়। একজন ঈমানদার নারী বা পুরুষ যখন রিজিকের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন তার জীবনে বরকত বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় দেখা যায়, অল্প রিজিকেও তার জীবন সুখময় হয়ে ওঠে। কারণ সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যে ব্যক্তি অভিযোগ করে, তার রিজিক অনেক হলেও তার অন্তর অশান্ত থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

“যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদের আরও বৃদ্ধি করব।”⁵⁸

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন রিজিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই বৃদ্ধি ও বরকতের মাধ্যম। অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি যখন সন্তুষ্ট থাকে, তখন তার জীবনে শুধু মানসিক প্রশান্তিই নয় বরকতও নেমে আসে। সর্বোপরি বলা যায় যে ঈমানদার ব্যক্তির সন্তুষ্টি হলো তার ঈমানের প্রতিফলন।

⁵⁷ তিরমিজি, হাদিস নং, ২৪১৪

⁵⁸ আল কুরআন - সূরা ইব্রাহীম ১৪:৭

বই - ‘রিজিক আল্লাহর হাতে’ থেকে

উপসংহার

রিজিক হলো মানুষের জীবনের এমন একটি অনন্য উপাদান, যা শুধু দেহের প্রয়োজন মেটায় না বরং আত্মার বিশ্বাস, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতারও পরীক্ষায় ফেলে। মানুষ প্রতিদিন জীবিকার জন্য নিরলস চেষ্টা করে। কিন্তু একজন ঈমানদার ব্যক্তি জানে পরিশ্রম করলেও রিজিকের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশস্ত করেন যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন। তবুও তাঁর প্রতিটি ফয়সালায় রয়েছে মঙ্গল, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

রিজিকের বিষয়টি কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি মানুষের ঈমানের পরিপূর্ণতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার প্রতিফলন ঘটায়। একজন ঈমানদার ব্যক্তি যখন নিজের প্রাপ্ত রিজিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তখন সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর রহমত অনুভব করে। সে বুঝতে পারে রিজিকের পরিমাণ নয়, বরং এতে আল্লাহর বরকত ও সন্তুষ্টিই আসল বিষয়। রিজিক অর্জনের ক্ষেত্রে অহংকার, হতাশা বা অভিযোগের কোনো স্থান নেই। কারণ আল্লাহই একমাত্র দাতা। আর মানুষ কেবল চেষ্টাকারী। সুতরাং সফলতা তখনই আসে যখন চেষ্টা ও তাওয়াক্কুল উভয়টি একসাথে হয়। একজন মুমিনের হৃদয়ে রিজিকের প্রতি সন্তুষ্টি জন্মায় তখনই যখন সে বুঝে যে, আল্লাহর নির্ধারিত অংশ কখনো অন্য কেউ নিতে পারবে না এবং অন্যের অংশ তার কাছে আসবে না। এই বিশ্বাসই তাকে অহেতুক হাহাকার ও তুলনাবোধ থেকে মুক্ত রাখে। যে ব্যক্তি নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট সে মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়। আল্লাহর প্রতি আস্থাবান থাকে এবং জীবনের প্রতিটি অবস্থায় প্রশান্তি অনুভব করে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) সুন্দরভাবে বলেছেন,

“রিজিকের কমতি নিয়ে দুঃখ করো না, বরং তোমার প্রভুর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখো। কারণ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানেন তোমার জন্য কতটুকু যথেষ্ট।” এই উপলব্ধি মুমিনের অন্তরে দৃঢ় তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করে। রিজিকের প্রাচুর্য

তার অহংকার বাড়ায় না আবার সংকীর্ণতা তার হতাশা ডেকে আনে না। বরং সে প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তোলে। রিজিকের মূল দর্শন হলো হালাল পথে উপার্জন, কৃতজ্ঞচিত্তে ভোগ, এবং সন্তুষ্টিচিত্তে জীবনযাপন। যখন মানুষ হালাল রিজিক অনুসন্ধান করে, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপ ইবাদতে পরিণত হয়। সে বুঝে যায়, রিজিক শুধু ভৌত সম্পদ নয়, বরং জ্ঞান, স্বাস্থ্য, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সন্তানের অনুগ্রহ সবই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। আজকের বিশ্বে অনেক মানুষ ধনসম্পদে পরিপূর্ণ, কিন্তু অন্তরে শান্তি নেই আবার কেউ অল্প সম্পদে থেকেও সুখী ও প্রশান্ত। এর কারণ রিজিকের পরিমাণ নয়, বরং তাতে থাকা সন্তুষ্টির গুণ। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“সম্পদের প্রাচুর্যতা ধনাঢ্যতা নয় বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা অন্তরের ধনাঢ্যতা।”⁵⁹

প্রকৃত সুখ রিজিকের পরিমাণে নয়, বরং অন্তরের কৃতজ্ঞতায়। সর্বোপরি, রিজিক হলো আল্লাহর অসীম দয়া ও পরীক্ষার এক মহামূল্যবান উপহার। আল্লাহ প্রতিটি বান্দার জন্য তার অবস্থান, প্রয়োজন ও মঙ্গলের অনুপাতে রিজিক নির্ধারণ করেন। তাই মুমিন ব্যক্তির কর্তব্য হলো হালাল পথে পরিশ্রম করা। রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা এবং যা পেয়েছে তাতে তুষ্ট থাকা। রিজিকের এই দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে অহংকার, হিংসা, লোভ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখে এবং তাকে প্রকৃত প্রশান্তি ও ঈমানের পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়।

⁵⁹ সহীহ বুখারী, হাদিস নং, ৬৪৪৬